দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 MAY 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

047

শিক্ষাঙ্গন

ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (যেমন— ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স, হোল্ডিং কোম্পানী ইত্যাদি) ছাত্র-ছাত্রীরা গমন করে তাদের হিসাবের বাস্তব রূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে— যা ব্যবহারিক শিক্ষার অপরিহার্য বিষয় হিসাবেও স্থান লাভ করতে পারে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গমন যদিও চার্টার্ড একাউনটেন্ট কিংবা এর মত আরও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই গমন স্বল্পমেয়াদী হতে পারে স্নাতক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং তা সম্পূর্ণই সিলেবাসভিত্তিক। ফলে এই ব্যবহারিক শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী— যার দরুন পাওয়া যাবে প্রচুর প্রতিভাবান ও সৃষ্টিশীল মেধা।

পারিবারিক ও সামাজিক দিক দিয়ে হিসাব বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষা কি রকম হবে তা নির্ধারণ করার জন্যও হিসাব বিজ্ঞানে ব্যবহারিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। বর্তমানে ব্যবসা ক্ষেত্রে দেখা যায় হিসাব রাখা হয় হ-য-ব-র-ল পদ্ধতিতে। এই বিশৃংখলা ঘটতো না যদি হিসাব বিজ্ঞানে ব্যবহারিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকতো। ব্যবহারিক শিক্ষার বলে বলীয়ান হয়ে সহজেই একজন ইন্টারমিডিয়েট পাস ছাত্রও (বাণিজ্য বিভাগের) ক্ষুদ্র হিসাব বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ হতে পারে এবং সুদক্ষভাবে পরিচালনা করতে পারে যে কোন ব্যবসা কার্যক্রম।

বিজ্ঞানের যে কোন ছাত্রই যেমন পারে মাধ্যমিক পর্যায়ে অক্সিজেন কিংবা হাইড্রোজেন তৈরী করতে। যদিও সেই অক্সিজেন হাইড্রোজেন আর বাড়ীতে এসে প্রস্তুত করতে হয় না। কিন্তু হিসাব বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষা প্রয়োগ হবে যেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তেমনি বাড়ীতে, হাটে, বন্দরে সকল স্তরে।

স্নাতক পাস কোর্সের ফলাফল অর্থাৎ পাসের হার এসএসসি-র সমপর্যায়ে এসে গেছে। সেই একই চিত্র বরং অনেক বেশী ভাল করছে বিকম পাস কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীরা। অনার্স কোর্সের দীর্ঘ সময়ের চাপে যে ছাত্র-ছাত্রীরা পাস কোর্সকেই বেছে নিচ্ছেন এটাই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আর সর্ব ক্ষেত্রে (বিএ, বিকম, বিএসসি) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে তিন-চার গুণ হারে। এই ক্রমবৃদ্ধি আমাদের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের আগমনের কথাই বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। বিকম (পাস)-এ প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্ত (এবং সম্ভাব্য ছাত্র-ছাত্রী) অর্ধেকেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান বিভাগ হতে আগত— অতীত এবং বর্তমান ঘটনা প্রবাহ তাই সাক্ষী দেয়। ভবিষ্যতে আরও মেধা পেতে হলে বাণিজ্য বিভাগে ব্যবহারিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। তাহলে দেশ পাবে আরও মেধা যা আমাদেরকে দিতে পারে একটি প্রগতিশীল জাতি। তাই উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাণিজ্য বিভাগে ব্যবহারিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই অনুসারে অচিরেই নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করার চিন্তা-ভাবনা করবেন— এটাই সকল বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যাশা। কারণ, "মেধাকে টিকিয়ে রাখতে হলে চাই মেধার ব্যবহার, যার জন্য প্রয়োজন ব্যবহারিক জ্ঞান।"

—মোঃ তৌহিদুল আলম খান